তারিখ ... 09 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

ঢাবির ৪ শিক্ষার্থীকে মেরে আহত করেছে ঢামেক কর্মচারীরা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের চার শিক্ষার্থীসহ পাঁচজনকে পিটিয়ে আহত করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী ও আনসার সদস্যরা। শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মেডিকেলে হামলা চালাতে যায়। এ সময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ গিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের নিবৃত্ত করেন। আহতরা হলেন ফিন্যান্স বিভাগের শুভজিৎ হালদার, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের জয় দাশ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের গৌতম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দীপ এবং পলা । আহতদের প্রথম চারজন জগন্নাথ হলের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং পলাশ আহত জয়ের অতিথি। এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক জানান, আনসার ও মেডিকেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে কর্মচারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার-পাঁচজনকে মারধর করেন। একজন শিক্ষার্থীর এলাকার রোগীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে।

আহত জয় দাশ জানান, নিজ এলাকার দু'জন সিএনজি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে তিনি তাদের দেখতে যান। এ সময় আহতদের একজনের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তাই সে টিস্যু পেপার এনে জরুরি বিভাগে ঢুকতে চাইলে এক আনসার সদস্য বাধা দেন। পরে ওই আনসার সদস্যের সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারী যোগ দিলে তাদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পরিচয় দিলে তারা থাপ্পড় মারেন। পরে হলের চার বন্ধুকে ফোন দিয়ে আসতে বললে তাদেরও মারধর করে আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে জগন্নাথ হলের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলের দিকে রওয়ানা হন। পরে হলের প্রভোস্ট তাদের নিবৃত্ত করেন এবং আটক শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধরের খবর শুনে সেখানে ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্সও উপস্থিত হন। তিনি যুগান্তরকে জানান, হাসপাতাল প্রশাসনের কাছে ঘটনার বিচার চাওয়া হয়েছে। তারা আগামীকাল (আজ শনিবার) এ বিষয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন।

জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অসীম সরকার বলেন, মেডিকেলের কর্মচারীরা আমার শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মারধর করে। মেডিকেলে রোগীরা চিকিৎসা নিতে যায়। সেখানে রোগীর দর্শনার্থীদের এভাবে মারধর করা মোটেও সমীচীন নয়। এ ঘটনায় জড়িতদের ভিসির মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।